যুগান্তর

তারিখ ... 24 AUG 2013 ...
পৃষ্ঠা ... [illegible] ... কলাম ... [illegible]

# জ্যোতি বসু স্মৃতি পাঠাগার চালু আজ

**আল আমিন তুষার,** *সোনারগাঁ থেকে*

উপমহাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনের কিংবদন্তী প্রবাদ পুরুষ প্রয়াত জ্যোতি বসুর পৈত্রিক বাড়ি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার বারদী চৌধুরীপাড়া গ্রামে আধুনিক ও শৈল্পিক কলা-কৌশলে নির্মাণ করা হয়েছে জ্যোতি বসু স্মৃতি পাঠাগার ও সেমিনার হল। প্রয়াত জ্যোতি বসুর স্মৃতিকে ধারণ করে রাখতে সরকার পাঠাগার ও সেমিনার হলের পাশাপাশি শৈল্পিক সৌন্দর্যের ওই কমপ্লেক্সের দোতলায় জ্যোতি বসু স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ করারও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজ শনিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ কোটি ৬৯ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত জ্যোতি বসু স্মৃতি পাঠাগার, সেমিনার হল ও জাদুঘরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন।

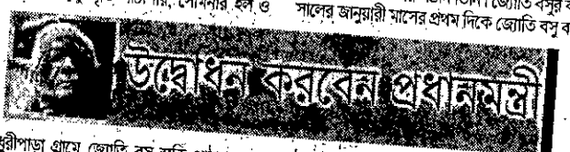




নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলা কমপ্লেক্সের ভেতরে রাখা জ্যোতি বসু স্মৃতি পাঠাগার ও সেমিনার হলের নামফলক প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করার পর জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। পরে নাম ফলকটি আড়াইহাজার উপজেলা থেকে সোনারগাঁ উপজেলার বারদী চৌধুরীপাড়া গ্রামে জ্যোতি বসু স্মৃতি পাঠাগার ও সেমিনার হলের সামনে এনে সংযোজন হবে। জ্যোতি বসু স্মৃতি পাঠাগার, সেমিনার হল ও জাদুঘর নির্মাণ করায় বারদী চৌধুরীপাড়া গ্রামসহ আশপাশের এলাকায় সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক চাঞ্চল্য। প্রতিনিয়ত উৎসুক জনতা ভিড় করছে বাড়িটিতে। অনেকের ধারণা, জ্যোতি বসুর বারদী চৌধুরীপাড়া গ্রামের এ বাড়িটিকে ঘিরে এখন গড়ে ওঠবে আধুনিক পর্যটন নগরী। উপমহাদেশের যেসব খ্যাতিমান রাজনীতিবিদ রয়েছেন, জ্যোতি বসু ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। জ্যোতি বসুর নেতৃত্বে দীর্ঘ প্রায় ৩০ বছর পশ্চিম বঙ্গ সিপিআইএম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল। তিনি দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৭ সালের ২১ জুন থেকে ভারতের পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর

দায়িত্ব পালন করেন তিনি। স্বাস্থ্যগত কারণে ২০০০ সালের ৬ নভেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব থেকে তিনি অব্যহতি নেন। তার পৈত্রিক ভিটা, নানার বাড়ি, বাল্য জীবনের অনেক ইতিহাস ও হেঁটে বেড়ানোর কাহিনী ছড়িয়ে আছে বারদীর চৌধুরীপাড়া গ্রামে। তার গ্রামের বাড়ির পাশেই হিন্দু সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক গুরু শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারীর আশ্রম। ১৯১৪ সালের ৮ জুলাই কলকাতার হ্যারিসন রোডের ৪৩/১নং বাড়িতে জ্যোতি বসু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নিশিকান্ত ও মাতা শ্রী মতি হেমালতা বসু। বাবা-মার দ্বিতীয় সন্তান তিনি। জ্যোতি বসুর বড় ভাই সুরেন্দ্র কিরণ বসু ও বোন সুধা বসু। ২০১০ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে জ্যোতি বসু বার্ধক্যজনিত কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কলকাতার একটি হাসপাতালে ভর্তি হন তিনি। ১০ জানুয়ারি রোববার জ্যোতি বসু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় পরলোক গমন করেন। প্রথম পর্যায়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদের অধীনে প্রায় ১ কোটি ৬৯ লাখ টাকা ব্যয়ে জ্যোতি বসু স্মৃতি পাঠাগার, সেমিনার হল ও জাদুঘর নির্মাণের উদ্যোগ নেয় সরকার। ২০১১ সালের ৪ আগস্ট ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। নির্মাণ করা হয় শৈল্পিক সৌন্দর্যের দোতলা কমপ্লেক্স। নারায়ণগঞ্জ জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মেরাজ হোসেন জানান, প্রায় ১ কোটি ৬৯ লাখ টাকা ব্যয়ে জ্যোতি বসু স্মৃতি পাঠাগার, সেমিনার হল ও জাদুঘর নির্মাণ প্রকল্পের কাজ গত দুই মাস আগেই শেষ হয়েছে। ভবনের প্রথম তলায় মহাফেজখানা, লাইব্রেরি, শৌচাগার, রিসিভশন ও দোতলায় জাদুঘর ও সেমিনার কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে লাইব্রেরিতে অনেক বই সংরক্ষণ করা হয়েছে। প্রতিনিয়ত জ্ঞান পিপাসুরা গিয়ে ওই লাইব্রেরিতে ভিড় করছেন। জাদুঘরের জন্য জ্যোতি বসুর ব্যবহার্য ও স্মৃতিবিজড়িত জিনিসপত্র কলকাতা থেকে সংগ্রহের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।